জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই আষাঢ় বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 24th June. 1959 | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

"ভুজঙ্গ স্বভাবতঃ বঙ্কিম গতি চলে বিবরে পরবেশে সিধা।"

—০—

সাপ যতই এঁকে বেঁকে চলুক খালে ঢুকবার সময় সোজা হ'য়ে ঢুকতে হয়। এই গ্রাম্য প্রবাদটি বড় বড় ব্যাপার দেখে প্রায়ই মনে হয়। প্রবাদ রচয়িতার দৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না। যখন ভাতের চাল মিলে না পয়সা দিয়ে তখন বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত, খেটে খাওয়া মানুষ খুব বিপন্ন হয়। কিছুদিন আগে পশ্চিম বাংলার চাল নিয়ে চাল চালার জন্য মানুষকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকতে হয়েছে।

ইংরেজ আমলে এমন দিন আসেনি এ কথা বলা চলে না। তবে চালে কাঁকর মিশিয়ে খাদ্যকে অখাদ্য করে ব্যবসাদারী দেখা যায় নি। তখন সরকার এত মন্ত্রীও বাহাল করেন নি। এখন খাদ্যমন্ত্রী বলে মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয়েছে। আহা বেচারী কি কুক্ষণে সরকারের এই মানের পদ গ্রহণ করেছিলেন। কেহ তাঁকে অখাদ্য মন্ত্রী, কেহ কাঁকর মন্ত্রী, কেহ দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী নাম দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। তবুও তিনি ছাড়া অন্য কেহ এই অন্ন সরবরাহের কাজ পান নাই।

এবার যখন দেশে লোক দুবেলা আধাপেটা ভাত পায় না তখন পশ্চিম বঙ্গের অবশ্য কর্ত্তব্য শৈল বিহারের মরসুম এসে পড়লো। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য উত্তর প্রদেশে রাণীক্ষেতে গিয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি কলিকাতা বীডন উদ্যানে অত বড় ঘটার কংগ্রেসী সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতি এই সম্মিলনীতে ভূতোভূতিকাণ্ড ঘটার কারণ কিনা কে বলতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতা আসিবা মাত্র দার্জিলিঙ শৈল বিহারে যাইবার সুক্ষণ এলো তাঁকেও মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে যাইতে হইল। দেশে নিন্দা রটলো—লোক দুবেলা খেতে পায় না ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে শৈল বিহারে না গেলেই কি হতো না। এর জন্য ছয় লক্ষ টাকা উড়ে গেল। কলকাতা হতে কাগজ ছাপা হ'য়ে দার্জিলিঙে তাঁদের কাছে তাঁদের শৈল বিহারের বাধা দিতে লাগিল। ওঁদের শৈল বিহার যেন এঁদের সইল না। সত্বর বিহারে ইতি করে কলকাতা এসে কাজে লেগে গেলেন। তবুও কি নিস্তার আছে!

"ভূতের ভয়েতে মোরা দৌড়ি উর্দ্ধশ্বাসে,
কি আপদ তবু ভূত সঙ্গে সঙ্গে আসে"।

খবরের কাগজওয়ালারা রিপোর্টার হ'য়ে ধরতো ধর খাদ্য মন্ত্রীকেই। তিনি মেজাজ দেখিয়ে বল্লেন—"খাদ্য সমস্যা সংবাদ পত্রেই জান্‌তে পারবেন।" মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পর্য্যন্ত যা যা করলেন সব রোজ কাগজওয়ালারা বের করতে লাগলেন। সেন্‌ট্রাল সরকার পর্য্যন্ত মফঃস্বলের এই ব্যাপার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে শেষ অবধি কংগ্রেসী হ'য়ে কংগ্রেসী খাদ্য মন্ত্রীকে "পদত্যাগ কর পদত্যাগ কর" দাবি করে কান ঝালাপালা করতে লাগলো।

সর্ব্বংসহা মা বসুমতীর মত মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিয়ে "ব্যর্থ হয়েছি! ব্যর্থ হয়েছি।" বলে গান্ধীজী যেমন "হিমালয় সদৃশ প্রকাণ্ড ভুল" করেছি বলে স্বীকৃতি দিতেন, মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় **মার্জ্জারের** কামড় যা ক'রে ঠাণ্ডা করেছিলেন তাই করে বেচারী খাদ্য মন্ত্রীর চাকরী আজও বাহাল রেখেছেন। মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় "মহাত্মার আদর্শে" কথাটা স্পষ্ট ক'রে ব'লে আমাদের খুব ধাঁধায় ফেলেছেন—যে গান্ধীজী সব সরকারী কর্ম্মচারীকেই ইচ্ছা করেছিলেন যেন কেহ ৫০০৲ টাকার বেশী মাস মাহিনা না নেয়। গান্ধীজীর এই তিক্ত বটিকাটি কোন গান্ধী ভক্তই গ্রহণ করেন নাই। একমাত্র পশ্চিম বাংলার লাট সাহেব স্বর্গত ডাঃ হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়া। আমরা মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করি তিনি যেন মহাত্মাজী প্রত্যহ তিন আনার খাদ্যে চালাইতেন সেই আদর্শ না চালান। আর পাকীস্তানের প্রাপ্য টাকা নিজেদের প্রাপ্যে কাটিয়া না নিয়া নগদ পঞ্চান্ন কোটি টাকা মিটাইয়া দিয়া ভারতকে পাকীস্তানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চোষণের মিক্‌শ্চার রিপিট্ না করেন। এই বার বৎসরেই ভারতের দেনা কণ্ঠাগত হয়েছে। যাক যখন দর্পীর দর্প চুর্ণ হয় তখন আমরা যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাসের ইংরাজ রাজত্বে স্বদেশী গান গাহিয়া মায়ের গুণ কীর্ত্তন করি—

মুকুন্দ দাসের গান

জাগো! জাগো জননি!
তুই না জাগিলে শ্যামা
এ ভারত জাগিবে না
তুই না নাচালে কারো
নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হলাম সারা,
কেউ তো দিল না সাড়া,
খুঁজে এলাম কত প্রাণ,
কেউ তো জাগিল না মা,
তুই না জাগিলে শ্যামা,
কারো প্রাণ জাগিবে না,
না জাগিলে সবার প্রাণ
পোহাবে না রজনী।
দয়াময়ী বলে ডাকি
দয়া কি মা আছে তোর
তা' হলে কি মরে মাগো
ত্রিশ কোটি ছেলে তোর।
মরি তাতে ক্ষতি নাই
বাসনা মা দেখে যাই
ভারতের ভাগ্যাকাশে
উঠেছে দিনমণি।

পতিতাদিগকে আশ্রয় দান

গত ১৯৫৮ সালের মে মাসে পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন (১৯৫৬) চালু হয়। সেই সময় হইতে এই বৎসরের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে ৬০টি আশ্রম স্থাপন করিয়া ৯০০ জন নারী ও শিশুকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

আমের জন্য পুরস্কার

সম্প্রতি কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত সর্ব্ব-ভারতীয় আম্র প্রদর্শনীতে জঙ্গিপুর কৃষি বিভাগের কর্ম্মিগণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় জঙ্গিপুর মহকুমা হইতে কতকগুলি প্রতিযোগী আম পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নের ভদ্র-মহোদয়গণ পুরস্কার পাইয়াছেন।

থানা রঘুনাথগঞ্জ :—

১। শ্রীউমেশচন্দ্র দাস সাং দুবড়া 'হিমসাগর' আম—প্রথম পুরস্কার।

২। শ্রীসৌরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ রায় সাং মিঠিপুর 'জনার্দ্দন ভোগ' আম—প্রথম পুরস্কার।

৩। শ্রীআশীষকুমার সিংহ রায় সাং মিঠিপুর 'কালাপাহাড়' আম—দ্বিতীয় পুরস্কার।

৪। শ্রীঅমলবিকাশ সেন সাং অরঙ্গাবাদ, থানা সুতী 'বড় সিন্দুরিয়া' আম—প্রথম পুরস্কার।

ভারতে আমের উন্নয়ন

গত ১৩ই জুন কলিকাতায় দ্বিতীয় নিখিল ভারত আম্র প্রদর্শনীতে পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণদান কালে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ ভারতে আম চাষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে সকল ফল চাষ করা হইতেছে সেগুলির মধ্যে আম প্রাচীনতম প্রায় চার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ উহা উপভোগ করিতেছে। কেহ কেহ দাবী করেন যে, আমের উৎপত্তি স্থান হইল মালয়। আমরা আমের জন্মস্থান লইয়া তর্ক করিব না। প্রাচ্য হইতে উহা আমাদের দেশে আসিয়াছিল ইহা মানিয়া লইলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে আম চাষ করা হইতেছে এবং এই ফল সম্বন্ধে, বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি ও উহার চরম উন্নয়ন সাধন প্রধানতঃ আমাদের দেশেই হইয়াছে।

প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

বীরত্বের জন্য পশ্চিম বঙ্গের কনষ্টেবলের পুলিশ পদক লাভ

রাষ্ট্রপতি বীরত্বের জন্য পশ্চিম বঙ্গের দ্বিতীয় আর্মড ফোর্স ব্যাটালিয়নের কনষ্টেবল শ্রীকালুল লেপচা এবং তৃতীয় সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়নের কনষ্টেবল শ্রীবৈরাগী সিং রাউথকে 'পুলিশ পদক' দিয়াছেন। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় এক ডাকাত দলের সঙ্গে সংঘর্ষে উক্ত কনষ্টেবলদ্বয় 'অসামান্য কর্তব্যনিষ্ঠা ও বীরত্বের পরিচয়' দিয়াছেন।

প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

বিলুপ্ত রেশমশিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের দেশবাসীর প্রতি আবেদন

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের উপর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সেই বিলুপ্তপ্রায় শিল্প পুনরায় যাহাতে পৃথিবীর বাজারে ব্যাপকভাবে চালু হয়, সমগ্র জেলায় যাতে এই কুটিরশিল্প ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে বহু কর্ম্মহীনের কর্ম্মসংস্থান হয় সেজন্য তিনি প্রত্যেককে এই বর্ষার মরশুমে বিশেষতঃ "বনমহোৎসব" সময়ের মধ্যে তুঁত গাছ রোপণ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। এই গাছ নদীর পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে এবং বাস্তু-ভিটায় ভাল জন্মায়।

গাছের চারা বা কলম ডিষ্ট্রীক্ট ইন্সপেক্টর, সেরিকালচার বা নিকটবর্ত্তী কোনও 'নার্শারী'তে পাওয়া যাবে।

মে মাসে জঙ্গিপুর মহকুমার রিলিফ কার্য্য

জি, আর—৫৪১ মণ ৩২ সের গম ২৬৯৯ জন লোক এবং ৯২ জন নাবালকের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

টি, আর,—১১টি বিভিন্ন "স্কীমে" ১৮,৮৯৭ জন লোকের কর্ম্মসংস্থান হয় এবং নগদ ১০১৫ টাকা ৯৪ নঃ পঃ ও ১০২১ মণ ১ সের গম তাহাদের মধ্যে বিতরণ হয়।

এম, আর,—গত মে মাসে ১৫,১০০ মণ চাউল ১০,০১৮ মণ গম এই খাতে বিলি করা হয়।

সেখদীঘি জুনিয়র হাই স্কুলের দারোদ্‌ঘাটন সভা

গত ১৪ই জুন সাগরদীঘি থানার অধীন সেখদীঘি জুনিয়র হাই স্কুলের দারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে সেখদীঘিতে বহু লোকের সমাবেশে এক মহতী জনসভা হয়। দারোদ্‌ঘাটন ও সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গের উপমন্ত্রী সাহেবজাদা সৈয়দ কাজেম আলী মির্জ্জা সাহেব, মুর্শিদাবাদ জেলার স্কুল সমূহের সুযোগ্য পরিদর্শক শ্রীগোপীনাথ অধিকারী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। জঙ্গিপুর মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয়, সাগরদীঘি থানার ব্লক আফিসার, শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এম. এল. এ, জনাব লুৎফল হক এম. এল. এ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব গোলাম মোস্তাফা, কবি গুমানী দেওয়ান, ডি. আই বাহাদুর, এম. এল. এ গণ ও সভাপতি সাহেব এই সভায় বক্তৃতা করেন। এত বড় অনুষ্ঠান এই অঞ্চলে ইহাই প্রথম।

—সংবাদ দাতা

বিজ্ঞাপন

এই জেলার সমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধুলিয়ান গাঁজা, ফরাক্কা থানার অন্তর্গত নয়নসুখ গাঁজা ও দেশী মদ, রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জঙ্গীপুর গাঁজা ও দেশী মদের দোকান বন্দোবস্ত করার জন্য ৸৹ (বার আনা) মূল্যের কোর্টফি সম্বলিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

দরখাস্তে দরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম, পিতার নাম, বর্ত্তমান এবং স্থায়ী বাসস্থান, যোগ্যতা ও আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

ইংরাজী ১৭।৭।৫৯ তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে গ্রহণ করা হইবে।

স্বাঃ আর, কে, বিশ্বাস
কালেক্টর, মুর্শিদাবাদ পক্ষে অন্তঃ শুল্কাধ্যক্ষ।

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

—দ্বারা—

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।